নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৬: নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথ্য উপস্থাপন ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য শীর্ষক

সংবাদ সম্মেলন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৪ জানুয়ারি, ২০১৭)

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নারায়ণগঞ্জ সিটি করর্পোরেশন নির্বাচন। একটি মেয়র পদে মোট ৯ জন, ২৭টি সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৫৬ জন এবং ৯টি সংরক্ষিত (নারী) কাউন্সিলর পদে ৩৮ জন, সর্বমোট ৩৭টি পদে ২০১ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। মেয়র, সংরক্ষিত (নারী) কাউন্সিলর ও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে মোট ৪১ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মেয়রসহ ১০ জন নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে দুইজন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জয়ী হতে পারেননি।

নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছিলেন এবং আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে নির্বাচনের পূর্বে সংবাদ সম্মেলন করে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলাম। একইসঙ্গে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগের।

নির্বাচনের পর আমরা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের বিশ্লেষণকৃত তথ্য তুলে ধরছি।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	শূন্য ০%	১ ১০০%	
কাউন্সিলর	১৭ ৬২.৯৬%	৪ ১৪.৮১	৪ ১৪.৮১	১ ৩.৭০%	শূন্য ০%	১ ৩.৭০%	২৭ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৫ ৫৫.৫৫%	৩ ৩৩.৩৩%	শূন্য ০%	১ ১১.১১%	শূন্য ০%	শূন্য ০%	৯ ১০০%	
সর্বমোট	২২ ৫৯.৪৫%	৭ ১৮.৯১%	৪ ১০.৮১%	২ ৫.৪০%	১ ২.৭০%	১ ২.৭০%	৩৭ ১০০%	

- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র ডা: সেলিনা হায়াৎ আইভীর শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘরে 'ডক্টর অফ মেডিসিন (এমডি)' উল্লেখ করা হয়েছে।
- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৭ জনের (৬২.৯৬%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে। ৪ জনের (১৪.৮১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ৪ জনের (১৪.৮১%) জনের এইচএসসি। ১৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ স্নাতক ডিগ্রীধারী।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জনের (৫৫.৫৫%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে এবং ৩ জনের (৩৩.৩৩%) এসএসসি। ৬ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব আফসানা আফরোজ স্নাতক ডিগ্রীধারী।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৯ জনেরই (৭৮.৩৮%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তাঁর নীচে। পক্ষান্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে মাত্র ২ (৫.৪০%) ও ১ জন (২.৭০%)। ৩৭ জন নবনির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের সিংহভাগই (২২ জন বা ৫৯.৪৫%) বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করেননি। ১ জন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি। তিনিসহ হিসাব করলে বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনোর হার দাঁড়ায় ৬২.১৬% (২৩ জন)।
- নির্বাচনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ১৪.৯২% (২০১ জনের মধ্যে ৩০ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৮.১১% (৩৭ জনের মধ্যে ৩ জন)। অপরদিকে বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ৬১.৬৯% প্রার্থী (২০১ জনের মধ্যে ১২৪ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৬২.১৬% (৩৭ জনের মধ্যে ২৩ জন)। বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় যে, উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থীদের ভোটাররা কিছুটা হলেও বর্জন করেছেন এবং স্বল্প শিক্ষিত প্রার্থীদের অধিক হারে গ্রহণ করেছেন।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	
কাউন্সিলর	০ ০%	২৫ ৯২.৫৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২ ৭.৪০%	০ ০%	২৭ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	১ ১১.১১%	০ ০%	০ ০%	৭ ৭৭.৭৭%	১ ১১.১১%	০ ০%	৯ ১০০%	
সর্বমোট	০ ০%	২৬ ৭০.২৭%	০ ০%	০ ০%	৭ ১৮.৯১%	৪ ১০.৮১%	০ ০%	৩৭ ১০০%	

- নবনির্বাচিত মেয়র ডা: সেলিনা হায়াৎ আইভী পেশা হিসেবে 'চিকিৎসক' উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর আয়ের উৎস জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রাপ্ত বেতন-ভাতা।
- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৫ জনই (৯২.৫৯%) ব্যবসায়ী। পেশার ঘরে ১১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো: জমশের আলী (ঝন্টু) 'ভূসম্পত্তির মালিক ও কাউন্সিলর' এবং ১৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব অসিত বরণ বিশ্বাস '১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর' উল্লেখ করেছেন।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জনই (৭৭.৭৭%) গৃহিণী। ২ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মনোয়ারা বেগম ব্যবসায়ী এবং ৬ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব আফসানা আফরোজ সমাজসেবক।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৬ জনই (৭০.২৭%) ব্যবসায়ী।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছেন একজন চিকিৎসক। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৯০.৩৮% (১৫৬ জনের মধ্যে ১৪১ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৯২.৫৯% (২৭ জনের মধ্যে ২৫ জন)। সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলর পদে ৭ জনই (৭৭.৭৭%) গৃহিণী। নির্বাচনে তিনটি পদে ৮০.০৯% (২০১ জনের মধ্যে ১৬১ জন) ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৭০.২৭% (৩৭ জনের মধ্যে ২৬ জন)। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ব্যবসায়ীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেলেও, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার হার কম।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
কাউন্সিলর	১২ ৪৪.৪৪%	১৪ ৫১.৮৫%	৩ ১১.১১%	৪ ১৪.৮১%	৮ ২৯.৬২%	১ ৩.৭০%	২৭ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	১ ১১.১১%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৯ ১০০%	
সর্বমোট	১২ ৩২.৪৩%	১৫ ৪০.৫৪%	৩ ৮.১০%	৪ ১০.৮১%	৮ ২১.৬২%	১ ২.৭০%	৩৭ ১০০%	

- নবনির্বাচিত মেয়র ডা: সেলিনা হায়াৎ আইভীর বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই বা অতীতেও কখনো ছিল না।
- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১২ জনের (৪৪.৪৪%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৪ জনের (৫১.৮৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৮ জনের (২৯.৬২%) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় ৩ জনের (১১.১১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৪ জনের (১৪.৮১%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১ জনের (৩.৭০%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। উল্লেখ্য, ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব গোলাম মুহাম্মদ সাদরিল ও ১২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো: শওকত হাসেমের বিরুদ্ধে বর্তমানে; ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো: ইকবাল হোসেন, ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো: আলী হোসেন আলা ও ২৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে

অতীতে এবং ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো: মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে উভয় সময়ে (অতীত ও বর্তমান) ৩০২ ধারায় মামলা ছিল ও আছে।

- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে শুধুমাত্র ১ জনের (১১.১১%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১২ জনের (৩২.৪৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৫ জনের (৪০.৫৪%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৮ জনের (২১.৬২%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৩ জনের (৮.১০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৪ জনের বিরুদ্ধে (১০.৮১%) অতীতে এবং ১ জনের (২.৭০%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল।
- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ২২.৮৮% (২০১ জনের মধ্যে ৪৬ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৩২.৪৩%; প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে অতীতে ২৩.৮৮% (২০১ জনের মধ্যে ৪৮ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৪০.৫৪%; উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ১১.৪৪% (২০১ জনের মধ্যে ২৩ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ২১.৬২%। ৩০২ ধারায় মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ৩.৪৮% (২০১ জনের মধ্যে ৭ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৮.১০%; প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে অতীতে ৪.৪৭% (২০১ জনের মধ্যে ৯ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ১০.৮১%; উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ০.৯৯% (২০১ জনের মধ্যে ২ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ২.৭০%। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি। অর্থাৎ মামলা সংশ্লিষ্টদেরই ভোটাররা অধিক হারে বেছে নিয়েছেন।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
কাউন্সিলর	১ ৩.৭০%	১৬ ৫৯.২৫%	১০ ৩৭.০৩%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২৭ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	১ ১১.১১%	৪ ৪৪.৪৪%	১ ১১.১১%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৩৩.৩৩%	৯ ১০০%	
সর্বমোট	২ ৫.৪০%	২০ ৫৪.০৫%	১২ ৩২.৪৩%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৮.১০%	৩৭ ১০০%	

- নবনির্বাচিত মেয়র ডা: সেলিনা হায়াৎ আইভীর বার্ষিক আয় ১১,৩৪০০০.০০ টাকা। তাঁর আয়ের উৎস হচ্ছে জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রাপ্ত বেতন-ভাতা।
- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৭ জন (৬২.৯৬%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করেন অবশিষ্ট ১০ জন (৩৭.০৩%)।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জন (৫৫.৫৫%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। ৬ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব আফসানা আফরোজের বার্ষিক আয় ৬,০৩,০০০.০০ টাকা। উল্লেখ্য, মোট ৩ জন (৩৩.৩৩%) সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীর আয়ের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২২ জনের (৫৯.৪৫%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম এবং ১২ জনের (৩২.৪৩%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা।
- বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৭৯.১০% (২০১ জনের মধ্যে ১৫৯ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। আয় উল্লেখ না করা ৯ জনসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৮ জন (৮৩.৫৮%)। একই পরিমান আয়কারী নির্বাচিত হয়েছেন ৫৯.৪৫% (৩৭ জনের মধ্যে ২২ জন)। আয় উল্লেখ না করা ৩ জনসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫ জন ৬৭.৫৬%)। অপর দিকে ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারী ১৬.৪১% (২০১ জনের মধ্যে ৩৩ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩২.৪৩% (৩৭ জনের মধ্যে ১২ জন)। বিশ্লেষণে বলা যায় যে, অপেক্ষাকৃত অধিক আয়কারী প্রার্থীদের ভোটাররা বেছে নিয়েছেন বেশি।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
কাউন্সিলর	১৫ ৫৫.৫৫%	৯ ৩৩.৩৩%	০ ০%	০ ০%	১ ৩.৭০%	০ ০%	২ ৭.৪০%	২৭ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৫ ৫৫.৫৫%	৪ ৪৪.৪৪%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৯ ১০০%	
সর্বমোট	২০ ৫৪.০৫%	১৩ ৩৫.১৩%	১ ২.৭০%	০ ০%	১ ২.৭০%	০ ০%	২ ৫.৪০%	৩৭ ১০০%	

- নবনির্বাচিত মেয়র ডা: সেলিনা হায়াৎ আইভীর সম্পদের পরিমাণ ৪২,২৪,২৫০.০০ টাকা।
- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে অধিকাংশই (১৫ জন অথবা ৫৫.৫৫%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব গোলাম মুহাম্মদ সাদরিল কোটিপতি। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ২,৫৬,৩৭,৩৭৮.০০ টাকা।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জনের (৫৫.৫৫%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২০ জনের (৫৪.০৫%) সম্পদের পরিমান ৫ লক্ষ টাকার কম। কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ১ জন (২.৭০%)।
- ২০১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩০ জনই (৬৪.৬৭%) ছিলেন ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ৯ জন প্রার্থীকে ধরলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৯ জন (৬৯.১৫%)। এদিকে নবনির্বাচিত ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে এই হার ৫৪.০৫% (২০ জন)। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ২ জন প্রার্থীকে ধরলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২২ জনে (৫৯.৪৬%)। অপর দিকে ৫ লক্ষ টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৬২ জন (৩০.৮৫%) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১৫ জন (৪০.৫৪%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কম সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও অপেক্ষাকৃত অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।
- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%
কাউন্সিলর	০ ০%	৩ ১১.১১	১ ৩.৭০%	২ ৭.৪০%	০ ০%	০ ০%	২৭ ১০০%	৬ ২২.২২%
মহিলা কাউন্সিলর	১ ১১.১১%	১ ১১.১১%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৯ ১০০%	২ ২২.২২%
সর্বমোট	১ ২.৭০%	৪ ১০.৮১%	১ ২.৭০%	২ ৫.৪০%	০ ০%	০ ০%	৩৭ ১০০%	৮ ২১.৬২%

- নবনির্বাচিত মেয়র ডা: সেলিনা হায়াৎ আইভীর কোনো ঋণ বা দায়-দেনা নেই।

- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ৬ জন (২২.২২%)। ঋণ গ্রহীতা এই ৬ জনের মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ রয়েছে ২ জনের (৩৩.৩৩%)। তাঁরা হচ্ছেন ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব ইকবাল হোসেন (৭০ লক্ষ টাকা) এবং ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব গোলম নবী মুরাদ (৭৫ লক্ষ টাকা)।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরদের মধ্যে মাত্র ২ জন (২২.২২%) ঋণ গ্রহীতা।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ৮ জন (২১.৬২%)।
- নির্বাচনে মোট ২০১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮ জন (৮.৯৫%) ঋণ গ্রহীতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নবনির্বাচিত ৩৭ জনের মধ্যে এই সংখ্যা ৮ জন (২১.৬২%)। বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে ঋণ গ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
মেয়র	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%
কাউন্সিলর	৭ ২৫.৯২%	১ ৩.৭০%	৭ ২৫.৯২%	১ ৩.৭০%	৩ ১১.১১%	০ ০%	০ ০%	২৭ ১০০%	১৯ ৭০.৩৭%
মহিলা কাউন্সিলর	৫ ৫৫.৫৫%	২ ২২.২২%	১ ১১.১১%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৯ ১০০%	৮ ৮৮.৮৮%
সর্বমোট	১২ ৩২.৪৩%	৩ ৮.১০%	৯ ২৪.৩২%	১ ২.৭০%	৩ ৮.১০%	০ ০%	০ ০%	৩৭ ১০০%	২৮ ৭৫.৬৭%

- নবনির্বাচিত মেয়র ডা: সেলিনা হায়াৎ আইভী একজন করদাতা। বিগত অর্থবছরে তিনি ২৩,৪০০.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৯ জন (৭০.৩৭%) করদাতা। করদাতা ১৯ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জন (১৫.৭৮%) গত অর্থবছরে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারীরা হচ্ছেন ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো: মতিউর রহমান (৩,৮৭,১৭০.০০ টাকা), ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব রুহুল আমিন (১,৩৯,৯৮২.০০ টাকা) এবং ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব গোলাম নবী মুরাদ (১,০২,৪০০.০০ টাকা)।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরদের মধ্যে ৮ জন (৮.৮৮%) করদাতা।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৮ জনই (৭৫.৬৭%) করদাতা। এই ২৮ জনের মধ্যে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম কর প্রদান করেন ১২ জন (৪২.৮৫%) এবং লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ৩ জন (১০.৭১%)।
- নির্বাচনে সর্বমোট ২০১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪৮ জন (৭৩.৬৩%) ছিলেন কর প্রদানকারী। নির্বাচিত ৩৭ জনের মধ্যে কর প্রদানকারী ২৮ জন (৭৫.৬৭)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কর প্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।
- একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি।

আমরা সুজনের পক্ষ থেকে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের হলফনামা ও আয়কর বিবরণীতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহায়তায় ভোটারদের সামনে উপস্থাপন করে তাঁদের দেখাতে চাই যে, তাঁরা কী ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন। নিশ্চয়ই তাঁরা এই বিশ্লেষণ থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অনুষঙ্গসমূহ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন; যা ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

শুধুমাত্র নির্বাচন পরবর্তীকালে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথ্য উপস্থাপনই নয়, নির্বাচনের পূর্বেও আমরা অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানেও বিভিন্নমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করেছি।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে সুজন পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ছিল: ■ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের তথ্যের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বানসহ তা ভোটারদের মাঝে

বিতরণ ■ অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে মানববন্ধন ■ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বানে সংবাদ সম্মেলন ■ মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন ■ সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্ন ধরনের প্রচারকার্য পরিচালনা ইত্যাদি।

তথ্যচিত্রে ভোটাররা যাতে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থীদের বর্জন এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করে সে আহ্বানও জানানো হয়। **মানববন্ধন** থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানানোর পাশাপাশি সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। **সংবাদ সম্মেলনে** প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন, সরকার, রাজনৈতিক দল, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, প্রার্থী ও ভোটারদের প্রতি স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।

জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে প্রার্থীরা তাঁদের বক্তব্যে নিজ নিজ স্বপ্ন, ভাবনা ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে ভোটারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। পাশাপাশি নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলা; নির্বাচনে পরাজিত হলে গণরায় মাথা পেতে নেয়া এবং বিজয়ী মেয়রসহ নির্বাচিত পরিষদকে মহানগরের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করা; **নির্বাচিত হলে** সিটি করপোরেশনকে দুর্নীতিমুক্ত, কার্যকর ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং নির্বাচিত কাউন্সিলরদের নিয়ে যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা করা; সকল কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং কাজের জবাবদিহিতার জন্য বছরে কমপক্ষে একবার জনগণের মুখোমুখি হওয়া; প্রতিবছর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পদ, আয়-ব্যয় ও দায়-দেনার হিসাব প্রকাশ করা; মহানগরকে একটি আধুনিক বাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করা ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি সম্বলিত লিখিত অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভোটারও মুষ্ঠিবদ্ধভাবে হাত তুলে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীর সপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগের শপথ করেন। অনুষ্ঠানটিতে মেয়র প্রার্থীরা সকলেই অর্থাৎ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী জনাব সেলিনা হায়াৎ আইভী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী জনাব সাখাওয়াত হোসেন খান, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থী এডভোকেট মাহবুবুর রহমান ইসমাইল, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির প্রার্থী জনাব রাশেদ ফেরদৌস, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জনাব কামাল প্রধান, ইসলামী ঐক্যজোট প্রার্থী মুফতী এজহারুল হক এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর প্রার্থী মাওলানা মো: মাছুম বিল্লাহ উপস্থিত ছিলেন ।

নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকেই আমাদের পর্যবেক্ষণে আমরা দেখেছি যে, ছোটো-খাটো কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া ছাড়া পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ছিল। সরকারের দিক থেকে এই নির্বাচনকে প্রভাবিত করার কোনো প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করিনি। পরিস্থিতি সব সময় নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রনেই ছিল। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারিরাও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রার্থী, সমর্থক ও রাজনৈতিক দলসমূহের আচরণও ছিল সংযত। ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রয়াসে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নির্বাচন কমিশন ব্যাপক সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাসমূহের প্ল্যাটফরম 'ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ' এই নির্বাচনকে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে ভালো নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করেছে। অন্যান্য পর্যবেক্ষক সংস্থাসমূহের অভিমতও একই ধরনের। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ব্যাতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়াও ছিল ইতিবাচক। নিকট অতীতের বিভিন্ন নির্বাচনকে বিবেচনায় নিয়ে অনেকেই এই নির্বাচনকে একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী নির্বাচন বলে অভিহিত করেছেন।

সার্বিক দিক বিবেচনায় নিয়ে আমরা বলতে পারি যে, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ছিল অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু। এই সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যারা মেয়র ও কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি মেয়র প্রার্থী হিসেবে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, তাঁদেরকে সুজন আয়োজিত জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের করা অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হতে পারেননি, তাঁদেরকে গণরায় মেনে নিয়ে বিজয়ী মেয়রসহ নির্বাচিত পরিষদকে মহানগরের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছি। একইসাথে বিজয়ী মেয়র ডা: সেলিনা হায়াৎ আইভীকে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের সাথে নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিটি কর্পোরেশন পরিচালনাসহ বিজয়ী হলে যেসকল কার্যক্রম পরিচালনার অঙ্গীকার করেছিলেন, তা বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

পরিশেষে সুজন-এর পক্ষ থেকে আমরা বলতে চাই যে, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী নির্বাচনের মধ্যদিয়ে প্রমাণ হয়েছে যে, সরকার যদি নিরপেক্ষ আচরণ করে এবং নির্বাচন কমিশন যদি কঠোর অবস্থানে থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন পরিচালনায় উদ্যোগী হয়, তবে সকল নির্বাচনই সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করা সম্ভব। আশাকরি সরকার ও নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকলেই নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করে ভবিষ্যতের সকল নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উদ্যোগী হবে।